আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বানী

৮মার্চ ২০০৫

বেইজিং কনফারেন্স এবং এর গৃহীত কার্যনীতির দশ বছরের নিরীক্ষনে এ বছরটি লিঙ্গ সমতা ও নারী উন্নয়ন আন্দোলনের একটি মাইলফলক। ১৯৯৫ সালে নারীরা বেইজিং এ সম্মিলিত হয়ে মানব কল্যাণে এক বৃহৎ পদক্ষেপ গ্রহন করে। এর ফলশ্রুতিতে বিশ্ববাসী সহজেই অনুধাবন করেছে যে, প্রত্যেক জাতির উন্নয়ন ও শান্তি-র জন্য লিঙ্গ সমতা একান্ত জরুরী। দশ বছর শেষে মহিলারা তাদের অধিকার সম্পর্কে কেবল অধিক সচেতনই নয়; তারা এগুলোর অনুশীলনেও অনেক বেশী পারদর্শী।

এই দশকে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তব অগ্রগতি লক্ষ করেছি। প্রত্যাশিত আয় ও জন্ম হারের উন্নতি হয়েছে। অনেক মেয়ে প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পুর্বের তুলনায় অনেক বেশী মহিলা আয় উপার্জন করছে। একই সময়ে অনেক নতুন চ্যালেঞ্জেরও অভ্যুদয় হয়েছে। এ বিবেচনায় আছে নারী ও শিশু পাচারের মত ঘৃণ্য অথচ ক্রমবর্ধমান চর্চা, সশস্ত্র সংঘাতে নারীদের লক্ষবস্তুতে পরিণত করা অথবা মহিলা বিশেষ করে অল্প বয়স্ক মহিলাদের মাঝে HIV/AIDS এর ভয়ানক বিস্তার।

বিগত দশকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যাবে এখনও একটি বিষয়ই অন্য সকল কিছুর উর্ধ্বে : নারীরা যে সকল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন তা সমাধান করা যাবেনা এমন নয়। আমরা শিখেছি কোনটা কার্যকর আর কোনটা অকার্যকর। আমরা যদি অতীতের ব্যবস্থা গুলো পরিবর্তন করতে চাই, যেখানে অধিকাংশ সমাজেই নারীরা হানিকর অবস্থানে রয়েছে, তাহলে আমাদের বৃহত্তর শিক্ষাকে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে। বহু ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই লক্ষ্যভিত্তিক সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে হবে।

সহস্রাব্দ ঘোষণা বাস্তবায়নের অগ্রগতি নিরীক্ষনের লক্ষ্যে সেপ্টেম্বরে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ জাতিসংঘে শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হবার যে প্রস্তুতি গ্রহন করে, এ বছর ঐ ধরনের কাজের একটি সুবর্ণ সুযোগ। একবিংশ শতকে একটি উন্নত বিশ্ব প্রতিষ্ঠার নীল নকশা হিসেবে বিশ্বের সকল দেশের সরকার প্রধানের সম্মতিক্রমে ২০০০ সালে সহসাব্দ ঘোষণা গৃহীত হয়। ঐ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বিশ্ব সম্প্রদায়ের নিকট আমার প্রত্যাশা লিঙ্গ সমতা উন্নয়নকে কেবল নারীর একার দায়িত্ব ভাববেন না: এটা আমাদের সকলের দায়িত্ব।

জাতিসংঘ সনদের প্রথম পাতায় এর প্রতিষ্ঠাতাগণ নারী এবং পুরুষের সমান অধিকারের কথা লিপিবদ্ধ করেন যার ষাট বছর অতিবাহিত হয়েছে। তদপরবর্তী ক্রমাগত গবেষণা আমাদের শিক্ষা দিয়েছে যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অথবা মা ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, HIV/AIDS সহ পুষ্টি ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়নের কোন বিকল্প নেই। এবং আমি বলব সংঘাত নিরসন এবং সংঘাত উত্তর সুসম্পর্ক স্থাপনের চেয়ে কোন কর্মপন্থাই অধিক গুরুত্বপুর্ণ নয়।

নারীদের মাঝে বিনিয়োগের লাভ যাই হোক, সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ সত্য হল- নারীদের নিজেদের সম্মানের সাথে, অভাব ও শঙ্কা মুক্ত ভাবে বাঁচার অধিকার আছে। আর্ন্তজাতিক নারী দিবসের এই দিনে, আসুন আমরা এ সত্যকে বাস্তব রূপ দিতে পুনরায় নিজেদের নিবেদিত করি।

** ** **